

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ

২০-সূরা তাহা

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৩৬ আয়াত এবং ৮ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। তাহা ।

طه

৩। আমরা তোমার উপর কুরআন এই জন্য নাযেল করি নাই যেন তুমি কষ্টে পড়,

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

৪। বরঞ্চ উপদেশস্বরূপ, ঐ ব্যক্তির জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে,

إِلَّا نَذْكُرَهُ لِمَن يَنْشَىٰ

৫। তাঁহার নিকট হইতে নাযেল করা হইয়াছে, যিনি পৃথিবী এবং সুউচ্চ আকাশমণ্ডলকে সৃষ্টি করিয়াছেন ।

تَنْزِيلًا مِّنْ عَنَّا الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الطَّلَا

৬। তিনি অযাচিত-অসীম দাতা, যিনি আরশের উপর সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ।

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ

৭। আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে এবং ভূগর্ভস্থ ভিজা মাটির নীচে যাহা কিছু আছে সকলই তাঁহার ।

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ

৮। এবং যদি তুমি উচ্চঃস্বরে কথা বল (অথবা নিম্ন স্বরে কথা বল, সবই তিনি শুনে), কারণ তিনি গুপ্ত এবং সর্বাধিক লুকায়িত বস্তুও জানেন ।

وَأَن تَجْهَر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ

৯। আল্লাহ্‌ তিনি, যিনি বাতীত আর কোন মা'ব্দ নাই, সকল সুন্দর নাম তাঁহারই ।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

১০। এবং তোমার নিকট কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে ?

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

১১। যখন সে একটি আগুন দেখিল, তখন সে তাহার পরিজনকে বলিল, তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি এক আগুন দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ আমি উহার মধ্য হইতে তোমাদের জন্য কিছু অঙ্গার আনিতে পারিব, অথবা আগুনে আমি হেদায়াত পাইব ।

إِذْ رَأَيْنَا أَثَرَ النَّارِ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلُ أَن يَكُن مِنهَا بَقِيَّةٌ بَعْضُ مَا يَصَارُ هُدًى

১২। যখন সে উহার নিকট আসিল, তখন তাহাকে এই বলিয়া সম্বোধন করা হইল, 'হে মুসা !—

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِيُوسَى ۝

১৩। নিশ্চয় আমি তোমার প্রভু, সুতরাং তুমি তোমার ভ্রাতা দুইটি খুলিয়া রাখ, কারণ তুমি তুওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় আছ।

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْأَعْدَبِ ۝
طُوى ۝

১৪। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করিয়াছি, অতএব যাহা তোমার প্রতি ওহী করা হইতেছে তাহা শুন;

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ۝

১৫। নিশ্চয় আমি আলাহ্, আমি বাতীত কোন উপাস্য নাই, সুতরাং তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই সন্মুখার্থে নামায কায়েম কর;

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

১৬। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যস্থাবী আমি শীঘ্রই উহা প্রকাশ করিব যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তাহার চেষ্টানুযায়ী কর্মের ফল দেওয়া যাইতে পারে;

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝

১৭। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার উপর ঈমান রাখে না এবং সে তাহার হীন প্রভুর অনুসরণ করে সে যেন তোমাকে উহা (কিয়ামতের বিশ্বাস) হইতে প্রতিরোধ করিতে না পারে, পাছে তুমি ধ্বংস হইয়া যাও;

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هُودَهُ فَزَوَّى ۝

১৮। 'এবং হে মুসা ! তোমার ডান হাতে উহা কি ?'

وَمَا نَلَكَ بِيَمِينِكَ لِيُوسَى ۝

১৯। সে বলিল, 'ইহা আমার লাঠি, আমি ইহার উপর ভর দিই এবং ইহার দ্বারা আমার মেমপালের জন্য (গাছের) পাতা পাড়িয়া থাকি, ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আমার জন্য আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকার রহিয়াছে।'

قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَآمَنُ بِهَا عَلَىٰ عَنِينٍ وَإِنِّي فِيهَا مَأْرِبٌ أُخْرَىٰ ۝

২০। তিনি বলিলেন, 'হে মুসা ! তুমি ইহা ফেলিয়া দাও।'

قَالَ أَلْقُوهَا يُوسَىٰ ۝

২১। সুতরাং সে উহা ফেলিয়া দিল, তখন দেখ ! সহসা উহা এক সাপ হইয়া দৌড়িতে লাগিল।

فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝

২২। তিনি বলিলেন, 'তুমি ইহাকে ধর এবং ভয় করিও না, আমরা ইহাকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিব;

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ ۝

২৩। এবং তুমি তোমার হাত নিজ বগলে চাপিয়া ধর ইহা কোন দোষ ছাড়াই ধপ্পে ও দ্রুত হইয়া বাহির হইবে, ইহা আর একটি নিদর্শন;

وَأَمْشُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحَيْكَ تَخْرُجُ يَصَاةً مِنْ غَيْرِ مَوْتِهِ آيَةٌ أُخْرَىٰ ۝

[২৪]
১০

২৪। যেন আমরা তোমাকে আমাদের কতকগুলি বড় নিদর্শন দেখাই;

لُرِيكَ مِن آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝

২৫। 'তুমি ফেরাউনের নিকট যাও, সে নিশ্চয় সীমানাঘন করিয়াছে।'

إِذْ هَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

২৬। সে বলিল, 'হে আমার প্রভু! আমার জন্য আমার বন্ধুকে প্রশস্ত করিয়া দাও;

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝

২৭। এবং আমার বিষয়কে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও;

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

২৮। এবং আমার জিহ্বার জড়তাকে দূর করিয়া দাও,

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝

২৯। যেন তাহারা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে;

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

৩০। এবং আমার পরিবারবর্গ হইতে আমার জন্য একজন সহযোগী নিযুক্ত কর—

وَاجْعَلْ لِّي زَوْجًا مِّنْ أَهْلِي ۝

৩১। আমার ভ্রাতা হারুনকে;

هُرُونَ أَخِي ۝

৩২। তাহার দ্বারা আমার শক্তি সৃষ্টি কর;

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۝

৩৩। এবং তাহাকে আমার কাজে শরীক কর;

وَأَشْرِكْ لِّي فِي أَمْرِي ۝

৩৪। যেন আমরা তোমার অধিক পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করি;

كُنْ تُسَبِّحُكَ كَثِيرًا ۝

৩৫। এবং তোমাকে আমরা অধিক স্মরণ করি;

وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا ۝

৩৬। নিশ্চয় তুমি আমাদেরকে ডানরূপে দেখিতেছ।'

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝

৩৭। তিনি বলিলেন, 'হে মুসা! তুমি যাহা চাহিয়াছ তাহা তোমাকে দেওয়া হইল,

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يُمُوسَىٰ ۝

৩৮। এবং নিশ্চয় আমরা (ইতিপূর্বে) তোমার উপর আরও একবার অনুগ্রহ করিয়াছিলাম;

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝

৩৯। যখন আমরা তোমার মাতার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যাহা (ঐ সময়) ওহী করা জরুরী ছিল;

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝

৪০। (উহা এই) যে তুমি তাহাকে সিন্দকে রাখিয়া দাও এবং উহাকে নদীতে ফেলিয়া দাও, উহার পর (এইরূপ হইবে যে) নদী উহাকে ভীরে নিষ্কপ করিবে, তখন তাহাকে উঠাইয়া লইবে

أَبِ اقْدِفْ فِيهِ فِي النَّاؤِبِ فَأَقْدِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالنَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوُّكَ وَ

সেই ব্যক্তি যে আমার এবং তাহারও শত্রু ।' এবং আমি তোমার জন্য আমার তরফ হইতে (তাহাদের অস্ত্রের) ভালবাসার উদ্বোধন করিলাম; এবং (এইরূপ এই জন্য করিলাম) যেন তুমি আমার চোখের সমুদ্রে প্রতিপালিত হও;

৪১। যখন তোমার ভগ্নী চলিতেছিল এবং বলিতেছিল, 'আমি কি তোমাদিগকে এমন একজনের সন্ধান দিব যে তাহার (প্রতিপালনের) ভার গ্রহণ করিবে?' এবং এইভাবে আমরা তোমাকে তোমার মাতার নিকট ফিরাইয়া আনিয়াছিলাম যেন তাহার নয়ন সশীতল হয় এবং সে শোকাবৃত না হয়। এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা তোমাকে সেই দৃষ্টান্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। এবং আমরা তোমাকে আরও অনেক পরীক্ষায় ফেলিয়া ভালভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, যাহার পর তুমি মিসরবাসীদের মধ্যে অনেক বৎসর বসবাস করিয়াছিলে। এইরূপে, হে মুসা! তুমি পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলে;

৪২। এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করিলাম;

৪৩। তুমি এবং তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও, এবং আমাকে সমরণ করার ব্যাপারে শৈথিল্য করিও না;

৪৪। তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, কারণ সে সীমানাঘন করিয়াছে;

৪৫। এবং তোমরা উভয়ে তাহার সহিত মন্ত্রভাবে কথা বলিও, হয় তো সে উপদেশ গ্রহণ করিবে অথবা (আমাকে) ভয় করিবে।

৪৬। তাহারা উভয়ে বলিল, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আশংকা করি যে, সে আমাদের উপর যুলুম করিবে অথবা সীমান্ত কঠোরতা করিবে।'

৪৭। তিনি বলিলেন, 'তোমরা ভয় করিও না, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি তুমি এবং দেখি।'

৪৮। "সূতরাং তোমরা উভয়ে তাহার নিকট যাও এবং বল, 'নিশ্চয় আমরা উভয়ে তোমার প্রভুর রসূল, সূতরাং তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সহিত পাঠাইয়া দাও, এবং তাহাদিগকে মোটেই কষ্ট দিও না। নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট তোমার

أَلَقَيْتَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي ۖ وَلِيُصْغَرَ عَلَىٰ غَيْبَتِي ۝

إِذْ تَتَذَكَّرُ أَنَّكَ فَكَّرْتَ هَلْ أَذْكَرَ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَنَزَّلْنَا
نَفْسًا مِّنْ جَنَّاتِكَ مِنَ الْعِزِّ وَقُنَّا نَفْسًا وَلَكِنَّتَ
سِينِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ مِّنِّي ۝

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝

إِذْ هَبَّ آتٌ وَأَخُوكَ بِالْيَمِينِ وَلَا تَنِيَا فِي دُرُوبِي ۝

إِذْ هَبَّا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئَلَّا تُعَلِّهَ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ
يَطْغَىٰ ۝

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْعَىٰ وَآزِي ۝

فَأَتَيْنَاهُ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
إِسْرَءِيلَ وَلَا تَحْزَنْهُمْ قَدْحُكَ بِأَيِّهِ مِنْ

প্রভুর এক বড় নিদর্শন নইয়া আসিয়াছি, এবং যে ব্যক্তি হেদায়াতের অনুসরণ করিবে তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হইবে;

৪৯। নিশ্চয় আমাদের প্রতি এই ওহী নাযেল করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি (আল্লাহর পয়গামকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে এবং মুখ ফিরাইবে তাহার উপর আযাব আসিবে।”

৫০। সে বলিল, ‘হে মুসা ! তোমাদের প্রতিপালক কে?’

৫১। সে বলিল, ‘তিনিই আমাদের প্রতিপালক যিনি প্রত্যেক বস্তুকে উহার মধ্যস্থত আকৃতি দিয়াছেন, অতঃপর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।’

৫২। সে বলিল, ‘তাহা হইলে পূর্ববর্তী মানবজাতিসমূহের অবস্থা কি হইয়াছে?’

৫৩। সে বলিল, ‘তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান আমার প্রভুর নিকট কিতাবে সুরক্ষিত আছে। আমার প্রভু বিদ্রাস্তও হন না এবং বিস্মৃতও হন না—

৫৪। যিনি এই পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যারূপে বানাইয়াছেন এবং উহার মধ্যে তোমাদের জন্য পথসমূহ সূচন করিয়াছেন এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা আমরা বিভিন্ন প্রকারের তরলতা জোড়া জোড়া করিয়া উৎপন্ন করিয়াছি;

৫৫। তোমরাও খাও এবং তোমাদের পবাদিপড়কেও চরাও। নিশ্চয় ইহার মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে।’

৫৬। ইহা (এই পৃথিবী) হইতে আমরা তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া নইয়া যাইব এবং ইহার মধ্য হইতেই আমরা তোমাদিগকে দ্বিতীয়বার বাহির করিব।

৫৭। এবং আমরা তাহাকে আমাদের সকল নিদর্শন দেখাইয়াছিলাম, কিন্তু সে (ঐতনিক) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল এবং (মানিতে) অস্বীকার করিল।

৫৮। সে বলিল, ‘হে মুসা ! তুমি কি আমাদের নিকট এই জন্য আসিয়াছ যেন তুমি আমার মাদ-মস্ত দ্বারা আমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে তাড়াইয়া দাও?’

رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهَدَى ①

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ ② وَتَوَلَّى ③

قَالَ قَمَنْ رَبُّكُمَا يُؤْمِنُ ④

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ⑤

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ⑥

قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّهِ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ⑦

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَتَّى ⑧

كُلُوا وَارْزُقُوا إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيِّتٍ لِّأُولِي ⑨ الشُّعْرِ ⑩

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُؤْتِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ⑪

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ⑫

قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنَّا أَرْضَنَا بِسِحْرِكَ يَوْمُئِشٍ ⑬

৫৯। তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমার মোকাবেলায় ইহার অনুরূপ যাদু আনিব; সুতরাং তুমি আমাদের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে (সময় ও) স্থান নির্ধারিত কর যাহাকে আমরাও লঙ্ঘন করিব না এবং তুমিও (লঙ্ঘন করিবে) না এমন এক স্থান যাহা (আমাদের উভয়ের জন্য) সমান (উপযোগী) হইবে।'

فَلَمَّا بَيَّنَّاكَ بِحُجْرَتَيْهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اِلَّا نُخْلِفَهُ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا ۝٥٩

৬০। সে বলিল, 'তোমাদের একত্রিত হইবার সময় হইল ঈদ-উৎসবের দিন এবং এই কথাও রহিল যে, নোকদিগকে পূর্বাঙ্কে সমবেত করিতে হইবে।'

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَاَنْ يَخْشَرَ النَّاسُ ۝٦٠

৬১। অতঃপর ফেরাউন চলিয়া গেল এবং সে তাহার (সস্তাব্য) সকল তদবীর সন্নিবিষ্ট করিল, এবং (মুসার মোকাবেলায়) আসিল।

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ اَتٰۙ ۝٦١

৬২। মুসা তাহাদিগকে বলিল, 'সর্বনাশ তোমাদের, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করিও না, অন্যথায় তিনি তোমাদিগকে আযাবের দ্বারা নিষ্পেষিত করিবেন এবং যে ব্যক্তি (আল্লাহর প্রতি) মিথ্যা আরোপ করিয়াছে সে সর্বদা বিফল হইয়াছে।'

قَالَ لَهُمْ مُوسٰى وَيٰكُمُ لَا تَقْعُدُوْا عَلٰى اللّٰهِ كِذْبًا ۝٦٢

৬৩। তখন তাহারা নিজেদের বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করিল এবং সংগোপনে পরামর্শ করিল।

فَتَنَازَعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسْرَوْا النَّجْوٰى ۝٦٣

৬৪। তাহারা বলিল, 'এই দুইজন অবশ্যই বড় যাদুকর, যাহারা নিজেদের যাদু ক্রিয়া দ্বারা তোমাদিগকে তোমাদের দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে চাহিতেছে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন-পদ্ধতিকে বিনাশ করিতে চাহিতেছে;

قَالُوْا اِنْ هٰذَيْنِ لَسٰجِدٰنِ يٰرِيْدٰنِ اَنْ يَّخْرِجٰكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذٰهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثَلٰۙ ۝٦٤

৬৫। সুতরাং তোমরা তোমাদের তদবীরে ঐক্যবদ্ধ হও, অতঃপর সারিবদ্ধ হইয়া (মোকাবেলার জন্য) আস। এবং যে আজ প্রাধান্য লাভ করিবে সে নিশ্চয় সফলকাম হইবে।'

فَاَجْمِعُوْا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اِنتٰظِرُوْا صَفًا وَّقَدْ اَفْلَحَ الْيَوْمَ مِنَ السِّعَالِ ۝٦٥

৬৬। তাহারা বলিল, 'হে মুসা! হয় তুমি (বাজি) নিজেপ কর, আর না হয় আমরাই প্রথমে নিজেপ করি।'

قَالُوْا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تَلٰتٰى وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلٰى ۝٦٦

৬৭। সে বলিল, 'বরং তোমরাই (প্রথমে) নিজেপ কর; অতঃপর তাহাদের যাদু ক্রিয়ার ফলে সহসা তাহাদের দড়ি ও লাঠিগুলি মুসার নিকট এইরূপ মনে হইতে লাগিল যেন ঐগুলি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

قَالَ بَلْ اَتٰوْا فَاِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اَيْنٰۙ مِنْ سِحْرِهِمْ اَتٰهَا نَسِيۙ ۝٦٧

৬৮। এবং মুসা নিজ অস্ত্রের তরঙ্গ অনুভব করিল।

فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيفَةً مُّوْسٰى ۝٦٨

৬৯। তখন আমরা বলিয়াছিলাম, 'ভয় করিও না, কারণ তুমিই প্রাধান্য লাভ করিবে;

فَلَمَّا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ❸

৭০। এবং যাহা কিছু তোমার ডান হাতে আছে উহা নিষ্ক্ষেপ কর ফলে তাহারা যে কনাকৌশল করিয়াছে সব কিছুকেই উহা গ্রাস করিয়া ফেলিবে, কারণ তাহারা যে কনাকৌশল করিয়াছে উহা কেবল যাদুকরের ধোকাবাজি। এবং যাদুকর যেখানে থেকেই আসুক না কেন সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

وَأَلْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِرٌ وَلَا يَفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اتَى ❹

৭১। তখন যাদুকরগণ (প্রকৃত বিষয় উপনক্তি করায়) সেজদায় পড়িতে বাধা হইল। তাহারা বলিল 'আমরা হারান ও মসার প্রভুর উপর ঈমান আনিলাম।'।

فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ❺

৭২। সে (ফেরাউন) বলিল, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দেওয়ার পূর্বেই কি তোমরা তাহার উপর ঈমান আনিয়াছ? সে নিশ্চয় তোমাদের প্রধান, যে তোমাদিগকে যাদু বিদ্যা শিখাইয়াছে। অতএব, আমি নিশ্চয় তোমাদের হাত ও পা (অবাধ্যতার জন্য) বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব, এবং তোমাদিগকে নিশ্চয় শেজুর রক্তের কাণ্ডে শনবিদ্ধ করিব, এবং (তৎক্ষণাৎ) তোমরা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, আমাদের মধ্যে কে কঠোরতর এবং অধিক স্থায়ী শাস্তিদানকারী।'।

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَقْطَعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَارْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا تَصْلِبْكُمْ فِي جُدُوعٍ الْخَلْلِ وَلَتَلَكُنَّ آيَاتُنَا شَدِيدًا وَعَذَابًا وَابْقَى ❻

৭৩। তাহারা বলিল, 'আমরা কখনও তোমাকে ঐসকল সুস্পষ্ট নিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিতে পারি না যাহা আমাদের নিকট আসিয়াছে, এবং তাহার উপরও (তোমাকে প্রাধান্য দিতে পারি না) যিনি আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তোমার ক্ষমতায় যাহা কুলায় তাহাই তুমি কর, তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পার।

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَظُّعُ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ❼

৭৪। আমরা নিশ্চয় আমাদের প্রভুর উপর ঈমান আনিয়াছি যেন তিনি আমাদের পাপসমূহ এবং যাদুমন্ত্রের যে কাজ করিতে তুমি আমাদের পক্ষে করিয়াছ উহা ক্ষমা করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী।'।

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ❽

৭৫। প্রকৃত বিষয় ইহাই, যে ব্যক্তি তাহার প্রভুর নিকট অপরাধী হিসাবে উপস্থিত হইবে তাহার জন্য নিশ্চয় জাহান্নাম অবধারিত, উহাতে সে মরিবেও না এবং বাঁচিবেও না।

إِنَّكَ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ❾

৭৬। এবং যে ব্যক্তি সৎকর্ম করিয়া তাহার নিকট ঈমানদার অবস্থায় উপস্থিত হইবে, এইরূপ লোকদের জন্য হইবে উচ্চ মর্যাদাসমূহ—

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝

]

৭৭। চিরস্থায়ী বাগানসমূহ, যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইবে, উহাতে তাহারা সদা বাস করিবে। বস্তুতঃ যাহারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, তাহাদের উপযুক্ত পুরস্কার ইহাই।

جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۝

৭৮। এবং আমরা মূসার প্রতি ওহী করিয়াছিলাম যে : 'তুমি আমার বান্দাগণকে লইয়া রাগিয়াযোগে সফর কর এবং সমুদ্রে তাহাদের জন্য শুষ্ক রাস্তার নির্দেশ দাও; তুমি পশ্চাৎ হইতে ধরা পড়ারও ভয় করিবে না এবং সমুদ্রস্থ বিপদেরও আশংকা করিবে না।

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَاقِبِي مَا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكَا وَلَا يَخَافُ ۝

৭৯। অতঃপর, ফেরাউন তাহার সৈন্যদলসহ তাহাদের পশ্চাদানুসরণ করিল, পরিণামে সমুদ্রের জনরাশি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল।

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبَنُوهُ فَغَشَّيَهُمُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً غَاشِيَهُمْ ۝

৮০। এবং ফেরাউন তাহার কওমকে বিপথগামী করিল এবং হেদায়াতের পথে পরিচালিত করিল না।

وَاضْلَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝

৮১। হে বনী ইসরাঈল! আমরা তোমাদিগকে তোমাদের শত্রু হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম, এবং তুর পর্বতের দক্ষিণ পাশ্বে আমরা তোমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর মাদ্গা ও সানওয়া নাযেল করিয়াছিলাম।

يَبْنَئِي إِسْرَٰءِيلُ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ عَلَىٰ نَهْرٍ وَوَضَعْنَا يَدَآئِكَ الْفُلُورَ الْأَيْسَنَ وَوَضَعْنَا عَلَىٰ رَأْسِكَ التَّاقُوتَ وَالتَّاقُوتَ ۝

৮২। (এবং বলিয়াছিলাম যে,) 'আমরা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছি, উহা হইতে তোমরা পবিত্র জিনিস খাও এবং সীমা লংঘন করিও না, নাচেও তোমাদের উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হইবে, এবং যাহার উপর আমার ক্রোধ বর্ষিত হয়, সে নিশ্চয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়;

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝

৮৩। এবং যে ব্যক্তি তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকার্য করে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হয়, আমি নিশ্চয় তাহার জন্য পরম ক্ষমানীল।

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۝

৮৪। এবং (আমরা বলিলাম) 'হে মুসা! তোমাকে কিসে তোমার জাতি হইতে চণিয়া আসার জন্য তাড়াহুড়া করিতে বাধ্য করিয়াছে?'

وَمَا أَجْعَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۝

৮৫। সে বলিল, 'তাহারা আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে এবং 'হে আমার প্রভু ! আমি এই জনা তোমার নিকটে তাড়াতাড়ি আসিয়াছি যেন তুমি সমুদ্র হও ।'

قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ
لِيُخْرِجَنِي ④

৮৬। তিনি বলিলেন, 'আমরা নিশ্চয় তোমার কণ্ঠকে তোমার (আসার) পর এক পরীক্ষায় ফেলিয়াছি এবং সামেরী তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে ।'

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَدِيدِكَ وَضَلَّاهُمُ
السَّامِرِيُّ ⑤

৮৭। ইহাতে মুসা তাহার কণ্ঠের নিকটে ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ অবস্থায় ফিরিয়া গেল, এবং বলিল, 'হে আমার কণ্ঠ ! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদের সহিত এক উত্তম ওয়াদা করেন নাই ? সেই অঙ্গীকার (পূর্ণ হইবার সময়) কি তোমাদের জন্য অতি দীর্ঘ হইয়াছিল ? অথবা তোমরা কি ইচ্ছা করিয়াছ যে তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ তোমাদের উপর বর্ষিত হউক ? যাহার কারণে তোমরা আমার (সহিত কৃত) ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছ ?'

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ
يَقَوْمُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبِّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَتُفَالِ
عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ
رَبِّكُمْ فَاخْلَعْتُمْ مَوْعِدِي ⑥

৮৮। তাহারা বলিল, 'আমরা তোমার (সহিত কৃত) ওয়াদা বেত্বিয়া ভঙ্গ করি নাই, বরং আমাদের উপর সেই (ফেরাউনের) কণ্ঠের অলংকারাদির যে বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল আমরা উহা ফেলিয়া দিয়াছি এবং তদনুরূপ সামেরীও (উহা) ফেলিয়া দিয়াছে—'

قَالُوا مَا اخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُبَلْنَا
أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى
السَّامِرِيُّ ⑦

৮৯। তৎপর সে তাহাদের জন্য একটি গোবৎস প্রস্তুত করিল, যাহা কেবল একটি দেহ ছিল, যাহার মধ্য হইতে এক নিরর্থক ছাদা রব বাহির হইত। ইহার পর তাহারা (সামেরী এবং তাহার সাথীগণ) বলিল, 'ইহা তোমাদেরও মা'ব্দ এবং মুসারও মা'ব্দ, কিন্তু সে (মুসা) ইহা ভুলিয়া (পিছনে ফেলিয়া) গিয়াছে ।'

فَخَرَجَ لَهُمْ غَنَائِلًا جَدًّا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ
ذَلَّلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَقَتِيلٌ ⑧

৯০। তবে কি তাহারা ভাবিয়া দেখে নাই যে, উহা তাহাদের কথার কোন উত্তর দেয় না এবং তাহাদের কোন অপকারও করিতে পারে না এবং কোন উপকারও করিতে পারে না ?

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا تَنْفِكْ لَكُمْ
عَنْ صِرَاطٍ وَلَا تُفْنِكُوا ⑨

৯১। অথচ হারান (মুসার প্রত্যাবর্তনের) পূর্বে তাহাদিগকে বলিয়াছিল, 'হে আমার কণ্ঠ ! ইহার (এই গোবৎসের) দ্বারা নিশ্চয় তোমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছে । এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক অযাচিত-অসীম দাতা, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ পালন কর ।'

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّنَا
نُفْتَنُ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
أَمْرِي ⑩

১২। তাহারা বলিল, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসা আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিবে আমরা ইহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে আপনো নিরস্ত হইব না।'

১৩। সে (মুসা) বলিল, 'হে হারুন ! যখন তুমি তাহাদিকে বিপথগামী হইতে দেখিয়াছিলে তখন কিসে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিল,

১৪। যে তুমি আমার অনুসরণ না কর ? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করিলে ?'

১৫। সে (হারুন) বলিল, 'হে আমার মায়ের পুত্র ! তুমি আমার দাড়ি ও আমার মাথা (চুল) ধরিও না। আমি এই আশংকা করিয়াছিলাম যে, তুমি বলিবে, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে তুমি বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা কর নাই।'

১৬। সে (মুসা) বলিল, 'হে সামেরী ! তোমার ব্যাপার কি ?'

১৭। সে বলিল, 'আমি যাহা কিছু অবলোকন করিয়াছিলাম তাহা তাহারা অবলোকন করে নাই। অতএব আমি এই রসূলের (মুসার) শিক্ষার কতকাংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম, অতঃপর আমি ইহাও (সুযোগমত) ফেলিয়া দিয়াছিলাম। এবং এইভাবে আমার অন্তর আমাকে (ইহা) সুশাসিত করিয়া দেখাইয়াছিল।'

১৮। সে বলিল, 'দূর হও ! এখন তোমার জন্য ইহাই অবধারিত করা হইল যে, তুমি আজীবন (প্রত্যেককে) এই কথা বলিতে থাক, 'আমাকে স্পর্শ করিও না' এবং তোমার জন্য (শাস্তির) এক সময় নির্ধারিত আছে যাহা তুমি কখনও টলাইতে পারিবে না। এখন তুমি তোমার মা'বদের দিকে লক্ষ্য কর, যাহার সম্মুখে বসিয়া তুমি উহার ইবাদতে মশগুল থাকিতে। আমরা নিশ্চয় উহাকে পোড়াইব, অতঃপর উহা (ছাই) সমুদ্রে যথেষ্টভাবে ছড়াইয়া দিব,

১৯। তোমাদের মা'বদতো কেবল আল্লাহ, যিনি বাতীত আর কোন মা'ব্দ নাই। যিনি সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।'

১০০। এইভাবে আমরা তোমার সম্মুখে পূর্ববর্তী লোকদের 'রূত্ন' বর্ণনা করিতেছি। এবং আমরা তোমাকে আমাদের নিকট হইতে স্মারক বাণী (কুরআন) প্রদান করিয়াছি।

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَظِيمًا خَرَجَ إِلَيْنَا
مُوسَى ۝

قَالَ يَهُزُونَكَ مِمَّنْكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝

أَلَا تَتَّبِعُنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۝

قَالَ يَبْنَؤُكُمْ لَا تُأْخُذْ بِلِجَتِي وَلَا بِأَمْرِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَمْ تَرْفُبُ قَوْلِي ۝

قَالَ مَا خَطْبُكَ يَا مِرْيَ ۝

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ مَوَّتَ لِي نَفْسِي ۝

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ۝

إِنَّا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَّيْ وَكَذَلِكَ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۝

১০১। যে কেহ ইহা হইতে মুখ ফিরাইবে সে নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে এক মস্ত বড় বোঝা বহন করিবে,

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۝

১০২। ইহারা এই অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকিবে এবং কিয়ামত দিবসে তাহাদের জন্য ইহা অতীব মন্দ বোঝা হইবে;

خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۝

১০৩। যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হইবে। এবং যেদিন আমরা অপরাধীগণকে নীল চক্কু বিশিষ্ট অবস্থায় উঠাইব।

يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۝

১০৪। তাহারা পরস্পর চুপি চুপি বলাবলি করিবে যে, 'তোমরা কেবল দশ (দিন) অবস্থান করিয়াছ।'

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝

১০৫। আমরা উহা বিশদরূপে জানি যাহা তাহারা ঐ সময় বলিবে— যখন তাহাদের মধ্য হইতে সৎপথ হিসাবে সর্বোত্তম ব্যক্তি বলিবে যে, 'তোমরা কেবল এক দিন অবস্থান করিয়াছ।'

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَفْلَحَ طَرِيقَهُ ۝
يَعْلَمُ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝

১০৬। এবং তাহারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক সেগুলিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া বিক্রি ও করিয়া দিবেন;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَفًّا ۝

১০৭। এবং তিনি সেগুলিকে মসৃণ সমতল ময়দানে পরিণত করিয়া ছাড়িবেন;

يَذَرُهَا كَالْعَاءِ خِفْضًا ۝

১০৮। উহার মধ্যে তুমি না কোন বক্তৃতা দেখিবে এবং না কোন উচ্চতা।'

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۝

১০৯। সেদিন লোকসকল একজন আস্থানকারীর অনুসরণ করিবে যাহার (লিচ্চার) মধ্যে কোনরূপ বক্তৃতা থাকিবে না এবং 'রহমান' আলাহ্‌র সম্মুখে (সকল) আওয়াজ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে, তখন তুমি চাপা ওজন ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাইবে না।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَأَوْجٍ لَهُ وَتَسْمَعُ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ لَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۝

১১০। সেদিন কাহারও জন্য সুপারিশ কোন উপকারে আসিবে না কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যাহার পক্ষ 'রহমান' আলাহ্‌ (সুপারিশ করিবার) অনুমতি দিবেন এবং যাহার জন্য কথা বলা তিনি পসন্দ করিবেন।

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَفِيَ لَهُ قَوْلًا ۝

১১১। যাহা কিছু তাহাদের সম্মুখে এবং যাহা কিছু তাহাদের পশ্চাতে আছে (সকলই) তিনি জ্ঞানেন; তাহারা (তাহাদের) জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবে না।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ وَعِلْمًا ۝

১১২। এবং (সৈদিন) 'চির-জীবন্ত ও সকলের জীবন দাতা' (হায়ান) এবং 'চিরস্থায়ী ও সকলের স্থিতি-দাতা'র (কাইয়াম) সম্মুখে নেতৃবৃন্দ বিনয়ের সহিত নতশির হইবে। এবং যে যুলুমের বোঝা বহন করিবে সে বিফল হইবে।

১১৩। এবং যে মো'মেন অবস্থায় সংকল্প করে সে কোন প্রকার যুলুমেরও ভয় করিবে না এবং ক্ষতিরও আশংকা করিবে না।

১১৪। এবং এইরূপে আমরা ইহাকে— আরবী ভাষায় কুরআনের আকারে নামেল করিয়াছি এবং আমরা ইহাতে সকল প্রকার সত্য বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছি যেন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে অথবা ইহা (কুরআন) তাহাদের জন্য (আল্লাহকে) স্মরণ করার লক্ষ্যে কোন নূতন উপাদান সৃষ্টি করে।

১১৫। অতএব আল্লাহ্‌ই সর্বোচ্চ, তিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি। এবং তুমি কুরআন পাঠে দ্বরা করিও না তোমার প্রতি ইহার ওহী পূর্ণভাবে নামেল হওয়ার পূর্বে, এবং তুমি বলিতে থাক, 'হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।'

১১৬। এবং ইতিপূর্বে নিশ্চয় আমরা আদমকে (এক বিষয়ের) তাকিদ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং আমরা তাহার মধ্যে (আদেশ লঙ্ঘনের) কোন সংকল্প পাই নাই।

১১৭। এবং (স্মরণ কর) যখন আমরা ফিরিশ্বাসগণকে, বলিয়াছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সেজদা (আনুগত্য) কর।' তখন ইবলীস বাতীত তাহারা সকলেই সেজদা করিল। সে অস্বীকার করিল।

১১৮। তখন আমরা বলিলাম, 'হে আদম! নিশ্চয় এই হইল তোমার ও তোমার সন্তানগণ শত্রু, সুতরাং সে যেন তোমাদেরকে এই বাগান হইতে বাহির করিয়া না দেয়, পাছে না তুমি দুঃখ নিপতিত হও;

১১৯। নিশ্চয় ইহাতে তোমার জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না;

১২০। এবং তুমি ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না।'

وَعَتَبَ الْوُجُوهُ لِلْبَاقِي الْقِيُومِ وَقَدْ حَاطَ مِنْ مَّحَلِّ
ظُلُمًا ۝

وَمَنْ يَسْلُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ
ظُلُمًا وَلَا مَضْمًا ۝

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ
الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

فَقَطَّ اللَّهُ إِلَهُكَ الْبَقِيَّةَ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي
عِلْمًا ۝

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَبِيِّهِ وَلَمْ يَجِدْ
عِنْدَ لَهٗ عَزْمًا ۝

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اجْبُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
أَبَىٰ ۝

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوُّكَ وَلِزُوجِكَ فَلَا
يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْنَقَ ۝

إِنَّ لَكَ الْأَنْبُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝

১২১। কিন্তু শয়তান তাহার মনে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলিল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে এক চিরন্তন রক্ষক এবং অক্ষয় রাজ্যের সজ্জন দিব?'

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لَا يَمُوتُ ۖ

১২২। অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে খাইল, ফলে তাহাদের নগ্নতা তাহাদের নিকট প্রকাশ হইয়া গেল এবং তাহারা উভয়ে বাগানের রক্ষ-পত্র দ্বারা নিভদিসকে আবৃত করিতে লাগিল। এবং আদম তাহার প্রভুর হুকুম পালন করিল না, যাহার ফলে সে বিপথে চলিয়া গেল।

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَعَ نَاصِيغَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّي الْجَنَّةِ نُوحٌ وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۝

১২৩। অতঃপর তাহার প্রভু তাহাকে মনোনীত করিলেন এবং তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন ও (তাহাকে) হেদায়াত দান করিলেন।

ثُمَّ اجْنَبْهُ رَبُّهُ نَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدَى ۝

১২৪। তিনি বলিলেন, 'তোমরা উভয় (দলই) এখন হইতে অন্যত্র চলিয়া যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হইবে। অতঃপর যদি আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট হেদায়াত আসে তখন যে আমার হেদায়াতের অনুসরণ করিবে, সে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না এবং কখনও ধ্বংসে পতিত হইবে না;

قَالَ اضْبِطْ مِنْهَا جَنِينًا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَنَا يُأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى وَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْغَى ۝

১২৫। এবং যে কেহ আমার সম্মুখ হইতে বিমুখ হইবে, নিশ্চয় তাহার জীবন যাপন অতি কষ্টের হইবে এবং ক্রমশঃ দিবসে আমরা তাহাকে অন্ধরূপে উঠাইব।'

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ۝

১২৬। তখন সে বলিবে, 'হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কেন অন্ধরূপে উঠাইলে? অথচ আমি চক্ষুমান ছিলাম।'

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَ كُنْتُ بَصِيرًا ۝

১২৭। তিনি বলিবেন, 'তোমার নিকট আমাদের আয়াতসমূহ আসিয়াছিল, কিন্তু তুমি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলে, সুতরাং অদ্য তুমিও অনুরূপ উপেক্ষিত হইবে।'

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا ۖ وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ۝

১২৮। এবং যে ব্যক্তি সীমা লঙ্ঘন করে এবং তাহার প্রভুর আয়াতসমূহ ঈমান আনে না, আমরা তাহার সহিত এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি (ইহা কেবল ইহকালের জীবনের ব্যবহার) এবং পরকালের আশাব ইহা অপেক্ষা কঠোরতর ও দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

وَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۖ وَ لَعَذَابُ الْعَذَابَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَى ۝

১২৯। ইহা কি তাহাদের জন্য হেদায়াতের কারণ হয় নাই যে তাহাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, যাহাদের বাসস্থানের মধ্য দিয়া তাহারা (এখন) চলা ফেরা করিতেছে? নিশ্চয় ইহাও বহুমানবগোষ্ঠীর জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَنْتَوْنَ فِي سُرُكِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

بُحْتِ الْبُحْتِ ۝

১৩০। এবং তোমার প্রভুর নিকট হইতে যদি একটি বাক্য পূর্ব হইতে জারি না হইয়া থাকিত এবং এক মেয়াদও নির্ধারিত না হইত, তাহা হইলে আমাব (ঐ মানবগোষ্ঠীগুলির জন্য) চিরস্থায়ী হইয়া যাইত।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِأَوَّامًا وَآجَلٍ مُّسَمًّى ۝

১৩১। সূত্রাং তাহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্বয়ং উদয়ের পূর্বে এবং ইহার অন্তিমিত হইবার পূর্বে তোমার প্রভুর প্রশংসাসহ তসবীহ কর, এবং রাত্রির বিভিন্ন সময়ে এবং দিনের সকল অংশে তসবীহ কর, যেন তুমি (তাহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া) পরিতুষ্ট হও।

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ
فَسَبِّحْ وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝

১৩২। এবং আমরা তাহাদের মধ্য হইতে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যাহা কিছু উপকরণ উপভোগ করিতে দিয়াছি উহার প্রতি তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও বিস্ফারিত করিয়া দেখিও না, (কারণ এই সব উপকরণ তাহাদিগকে এই জন্য দেওয়া হইয়াছে) যেন আমরা তাহারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করি। এবং তোমার প্রতিপালকের দেওয়া রিয়ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فَبِئْسَ مَا كَانَتْ يَدُكَ
خَيْرٌ وَآخِرُ ۝

১৩৩। এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করিতে থাক, এবং তুমি নিজেও উহাতে ধৈর্য সহকারে কায়ম থাক। আমরা তোমার নিকট কোন রিয়ক চাহি না, বরং আমরা তোমাকে রিয়ক দিতেছি। বস্তুতঃ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য উত্তম পরিণাম।

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝

১৩৪। এবং তাহারা বলে, 'কেন সে তাহার প্রভুর তরফ হইতে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন আন না?' তাহাদের নিকট কি প্ররূপ নিদর্শন আসে নাই যেরূপ পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে বর্ণিত হইয়াছে?

وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝

১৩৫। এবং যদি আমরা তাহার (এই রসুলের আগমনের) পূর্বেই তাহাদিগকে আমাব দিয়া ধ্বংস করিয়া দিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহারা বালিত, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের নিকট রসূল কেন পাঠাও নাই যাহাতে আমরা অপদস্থ ও অবমানিত হইবার পূর্বেই তোমার নিদর্শনাবলীর অনুসরণ করিতাম?'

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّا بَيِّنَةٌ لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَقِيلَ وَنَخْزَىٰ ۝

১৩৬। তুমি বল, 'প্রত্যেক ব্যক্তি (তাহার নিজের পরিণামের) অপেক্ষা করিতেছে, অতএব তোমরাও (নিজেদের পরিণামের) অপেক্ষা করিতে থাক, এবং অচিরেই তোমরা জানিতে পারিবে যে, কাহার সর্বল-সুদৃঢ় পথের অনুসরণকারী এবং কাহার হেদয়াতপ্রাপ্ত (এবং কাহার নহে)।

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَىٰ صَوَاءَ مَنْ تَتَّبَعُونَ مِنَ الْمُحْطَبِ
يُجِ الْعِصْرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝